মিটিং মিনিটস্

অদ্য ০৪-০৪-২০১৯ ইং রোজ বৃহঃস্পতিবার আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ত্রিশাল ট্রেনিং সেন্টারে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এ যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় ও যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তা নিম্নে ক্রমানুসারে দেওয়া হল।

- **শুভেচ্ছা বক্তব্য ঃ** সভার শুরুতে ডি.ডি(আই.টি) মহোদয় আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও আগামী দিন গুলো যেন সকলের ভাল ভাবে কাটে এই শুভ কামনা করে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।
- **পূর্বের সভার রেজুলেশন পাঠ ও তা অনুমোদন ঃ** ডি.ডি.(এম.এফ) মহোদয় গত মাসিক মিটিং এর রেজুলেশন পাঠ করেন ও তা অনুমোদন করেন।
- **জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেওয়া ঃ** অডিট, মনিটরিং ও ডিপিএস অফিসারদের রিপোর্টের আলোকে প্রাপ্ত ভুল-ত্রুটি ও অনিয়মের উপর জবাবদিহীতা মূলক বক্তব্য নেন সংস্থার উপ-পরিচালক (আই.টি) মহোদয়। জবাব দিহীতা মূলক বক্তব্যে অংশগ্রহন করেন সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ ও সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজারগণ। সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকগণ ও সংশ্লিষ্ট এরিয়া ম্যানেজারগণ উনাদের বক্তব্যে অনিয়মের কারন সমূহ বর্ননা করেন ও তা থেকে প্রতিরোধের কৌশল সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যতে যাতে এধরনের ভুল না হয় সেদি কে সজাগ দৃষ্টি রেখে কাজ করার অঙ্গিকা করেন।
- **রি-সিডিউল ঋণ বিতরন সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** বার বার নিষেধ করা সত্যেও, অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট এবং ডিপিএস রিপোর্ট এর মাধ্যমে জানা যায় যে, এখনো কোন কোন শাখায় রি-সিডিউল ঋণ বিতরন করা হচ্ছে। তাই রি-সিডিউল ঋণ বিতরন থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কেহ যদি রি-সিডিউল ঋণ বিতরণ করে থাকেন এবং তা প্রমানিত হয় তা হলে তার বিরুদ্ধে সংস্থার নীতিমালা অনুয়ায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এমন কি তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে। এ ব্যাপারে ডি.ডি(এম.এফ) মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে শেষ বারের মত সতর্ক করেন, যে রি-সিডিউল ঋণ বিতরন থেকে সকলকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।
- **সমিতির শৃংখলা ঃ** অডিট রিপোর্ট, মনিটরিং রিপোর্ট এবং ডিপিএস রিপোর্ট এর মাধ্যমে জানা যায় যে, অনেক শাখায় সমিতি পর্যায়ে শৃংখলার ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। যে সকল শাখায় সমিতি পর্যায়ে শৃংখলার ঘাটতি রযেছে সেই সকল শাখার উক্ত সমিতি গুলোতে এরিয়া ম্যানেজার এবং শাখা ব্যাবস্থাপক কর্তৃক পরিদর্শন করে সদস্যদের গ্রুপ ভিত্তিক বসিয়ে মিটিং এর মাধ্যমে সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও সমিতির পরিচালনা কমিটিকে আরো সক্রিয় করা এবং প্রয়োজনে নতুন কমিটি গঠন করে হলে ও সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা হয়। সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে না পারলে ঋণ আদায়ের হার ধরে রাখা যাবে না। তাই ডি.ডি(এম.এফ) মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে সমিতির শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে কাজ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।
- **আর্থিক অনিয়ম ও তাহা চিহ্নিত করন নিয়ে আলোচনা ঃ** বিগত মাস গুলোতে বিভিন্ন শাখায় যে সকল আর্থিক অনিয়ম হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বেশীর ভাগ আর্থিক অনিয়ম গুলো অগ্রীম কিস্তি জমা আনার টাকা হয়ে থাকে তাই অগ্রীম কিস্তি জমা আনার পূর্বে সি.ও অবশ্যই সদস্যকে বি.এম এর সাথে কথা বলে তার পর অগ্রীম কিস্তি জমা আনতে হবে। সদস্যকে বি.এম এর সাথে কথা না বলে ও বি.এম এর সাথে পরামর্শ না করে অগ্রীম কিস্তি জমা আনা যাবেনা। যদি অগ্রীম কিস্তি জমা এনে থাকে তাহলে সি.ও/ ই.ডিও তা টপসীট করেছে কি-না তাহা যাচাই করতে শাখা ব্যবস্থাপকদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। শাখা গুলোতে কোন কোন পন্থায় আর্থিক অনিয়ম হয় ও তা চিহ্নিত করনের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে এবং কোন কোন কাজের মাধ্যমে আর্থিক অনিয়ম হতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন ডিডি(এম.এফ) মহোদয়।

- **বকেয়া আদায়ের টার্গেট সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** বিগত মাসে যে সকল শাখায় বকেয়া হ্রাস করেন তাদেরকে করতালির মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানান এবং যে সকল শাখা বকেয়া হ্রাস করতে পারেনি তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কম্পিউটারের বকেয়া রেজিষ্টারে বকেয়া সদস্যদের তালিকা বের করে মাসের শুরুতে ক্রেডিট অফিসার ভিত্তিক মাসিক বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে। মাসের শুরুতে ক্রেডিট অফিসার সদস্য ভিত্তিক কতটি কিস্তি কত টাক বকেয়া পরবে তার সঠিক তথ্য নিয়ে ও কোন কোন বকেয়া সদস্যর নিকট থেকে কত বকেয়া আদায় করা যাবে সেই মূলে ক্রেডিট অফিসার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে। বকেয়া আদায়ের সু-নিদৃষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে বকেয়া আদায় করতে হবে। চলতি কিস্তি বকেয়া রেখে অফিসে আসা যাবে না এই ধারাবহিকতা ধরে রাখার জন্য ডি.ডি(এম.এফ) মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। ***(মেয়াদ উত্তীর্ণ বকেয়া কমপক্ষে ১ কিস্তি আনতে হবে)
- **ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং সংক্রান্ত আলোচনা ঃ** এখনো যে সকল শাখায় ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সি শেষ করেনি তাদেরকে এক সপ্তাহের মধ্যে ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং শেষ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং পাশবই ছাড়া করা যাবে না। পাশবই দেখে ত্রৈমাসিক ব্যলেন্সিং করতে হবে। ডিপিএস এর ও ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং করতে হবে। পাশবই ছাড়া যদি ত্রৈমাসিক ব্যালেন্সিং করা হয় তবে তাহার বিরুদ্ধে অফিসিয়াল ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। তবে মেয়াদ উত্তীর্ণ সদস্যদের পাশবই না পাওয়া গেলে তা রেজিষ্টারে তালিকা করে রাখতে হবে।
- **প্রকল্পবিহীন ঋণ বিতরন না করা নিয়ে আলোচনা ঃ** ঋণী যাচায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পবিহীন ঋণ বিতরন না করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ঠ সকলকে পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং সিন্ডিকেট ঋণ বিতরন না করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- **নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বক্তব্য ঃ ''চলতি কিস্তি বকেয়া রেখে অফিসে আসবনা"** এই স্লোগানকে আবারো সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বকেয়া সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ বকেয়া ঋণীদের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করে বকেয়া আদায় বৃদ্ধি করতে হবে, চলতি কিস্তি বকেয়া রাখা যাবেনা, চলতি কিস্তি বকেয়া রেখে অফিসে আসা যাবেনা। ঋণ গ্রহীতাদের সাথে দ্বাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক রাখা যাবেনা, তাদের সাথে বন্ধু সুলভ আচরন করতে হবে। এছাড়াও প্রকল্পবিহীন ও সিন্ডিগেট ঋণ বিতরন না করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।
- **ভালুকা উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কে সংবর্ধনা প্রদান ঃ** উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভালুকা উপজেলা পরিষদের নির্বাচনে নবনির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাবা ড. সেলিনা রশিদ মহোদয় কে আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে অভিন্দন জানানো হয় এবং উনাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এর পর তিনি সকলের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ন বক্তব্য রাখেন।
- **সফ্টওয়ারে সদস্যর তথ্য আপডেট করা ঃ** সকল সদস্যর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ঋণীর ছবি বার বার সময় দেয়া সত্যেও তা সম্পূর্ণ ভাবে সফ্টওয়ারে আপডেট করা হয়নি। সর্বশেষ ডিসেম্বর/২০১৮ ইং পর্যন্ত শেষ করার কথা থাকলেও অনেকে তা করেনি। সুতরাং যে সকল শাখায় এখনো আপডেট করা হয়নি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে ঘোষনা দেন ডি.ডি.(আই.টি) মহোদয়। ***(এপ্রিল মাস শেষ সুযোগ)
- **ফিক্সড ডিপোজিটঃ** আসপাডা এর ফান্ড বৃদ্ধির জন্য ফিক্সড ডিপোজিট অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক শাখাকে ফিক্সড ডিপোজিট করতে বিষেশ ভাবে বলা হলো। ফিক্সড ডিপোজিট করার জন্য শাখা প্রতি মাঠ জরিপ করার জন্য বলা হলো। **(মাঠ জরিপ ফরমেট সাথে সংযুক্ত করা হলো)
- **সিঙ্গারঃ** যে সকল শাখায় সিঙ্গার এর পণ্য দেয়া হয়েছে ও যারা নিতে ইচ্ছুক তাহাদেরকে মাঠ জরিপ করতে বলা হলো। সিঙ্গার এর পণ্য বিক্রয় করিলে আমাদের সকলের ও সাথে আসপাডা এরও লাভ। **(মাঠ জরিপের ফরমেট সাথে সংযুক্ত করা হলো)

অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলের সুস্বাস্থ্য ও সংস্থার কর্মসূচীর সমৃদ্ধি কামনা করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধন্যবাদান্তে,

লায়ন আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রশিদ
নির্বাহী পরিচালক
আসপাডা পরিবেশ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন